রোড সেফটি ফাউন্ডেশন

সড়ক দুর্ঘটনার বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২০

২০২০ সালে দেশে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে **৪৭৩৫**টি। নিহত **৫৪৩১** জন এবং আহত **৭৩৭৯** জন। নিহতের মধ্যে নারী **৮৭১**, শিশু **৬৪৯**। **১৩৭৮**টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত **১৪৬৩** জন, যা মোট নিহতের **২৬.৯৩** শতাংশ। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার হার **২৯.১০** শতাংশ। দুর্ঘটনায় **১৫১২** জন পথচারী নিহত হয়েছে, যা মোট নিহতের **২৭.৮৪** শতাংশ। যানবাহনের চালক ও সহকারী নিহত হয়েছেন **৬৮৩** জন, অর্থাৎ **১২.৫৭** শতাংশ।

বছরব্যাপী **১১৯**টি নৌ-দুর্ঘটনায় **২৭২** জন নিহত, **১৩৭** জন আহত এবং নিখোঁজ **৬২** জন। **১০৮**টি রেলপথ দুর্ঘটনায় নিহত **২২৮** এবং আহত **৫৪** জন।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন ৭টি জাতীয় দৈনিক, ৫টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

যানবাহনের যাত্রী নিহতের চিত্র:

দুর্ঘটনায় বাস যাত্রী **২৬১** জন **(৪.৮০%)**, ট্রাক-পিকআপ-কাভার্ডভ্যান যাত্রী **৩৫০** জন **(৬.৪৪%)**, ট্রলি-লরি-ট্রাক্টর যাত্রী **৯৪** জন **(১.৭৩%)**, মাইক্রোবাস-প্রাইভেটকার-এ্যাম্বুলেন্স-জীপ যাত্রী **২৭৫** জন **(৫.০৬%)**, থ্রি-হুইলার যাত্রী (সিএনজি-ইজিবাইক-অটোরিকশা-অটোভ্যান-লেগুনা-মিশুক-টেম্পু) **৮৭৪** জন **(১৬.০৯%)**, নসিমন-করিমন-ভটভটি-আলমসাধু-পাখিভ্যান-চান্দেরগাড়ি-মাহিন্দ্র-বোরাক যাত্রী **৪৬১** জন **(৮.৪৮%)** বাই-সাইকেল আরোহী **৪৯** জন **(০.৯০%)**, টমটম-প্যাডেল রিকশা-প্যাডেল ভ্যান যাত্রী **৮৪** জন **(১.৫৪%)** এবং পাওয়ারটিলারের **৫** জন, ইট ভাঙ্গার গাড়ির ৩ জন শ্রমিকসহ **১৭** জন **(০.৩১%)** নিহত হয়েছে।

দুর্ঘটনা সংঘটিত সড়কের ধরণ:

রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ বলছে, দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে **১৮১১টি (৩৮.২৪%)** জাতীয় মহাসড়কে, **১৬০৫টি (৩৩.৮৯%)** আঞ্চলিক সড়কে, **৬১৭**টি **(১৩.০৩%)** গ্রামীণ সড়কে, **৬৪৪**টি **(১৩.৬০%)** শহরের সড়কে এবং অন্যান্য স্থানে (ফেরিঘাট, নদীর তীর, ফসলের মাঠ, ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ মাঠ) **৫৮**টি **(১.২২%)** সংঘটিত হয়েছে।

দুর্ঘটনার ধরণ:

দুর্ঘটনাসমূহের **১,১১৪**টি **(২৩.৫২%)** মুখোমুখি সংঘর্ষ, **১,২৫৫**টি **(২৬.৫০%)** নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, **১,৫৭৩**টি **(৩৩.২২%)** পথচারীকে চাপা/ধাক্কা দেয়া, **৭০৯**টি **(১৪.৯৭%)** যানবাহনের পেছনে আঘাত করা এবং **৮৪**টি **(১.৭৭%)** অন্যান্য কারণে ঘটেছে।

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত/দায়ী যানবাহন:

ট্রাক-কাভার্ডভ্যান-পিকআপ **১৯.১৪** শতাংশ, ট্রাক্টর-ট্রলি-লরি **৩.২৯** শতাংশ, মাইক্রোবাস-প্রাইভেটকার-এ্যাম্বুলেন্স-জীপ **৩.৮০** শতাংশ, যাত্রীবাহী বাস **৯.৯৪** শতাংশ, মোটরসাইকেল **২১.০৯** শতাংশ, থ্রি-হুইলার (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-মিশুক-টেম্পু-লেগুনা) **২০.৪১** শতাংশ, নসিমন-করিমন-ভটভটি-আলমসাধু-পাখিভ্যান-চান্দের গাড়ি-মাহিন্দ্র-বোরাক **১৭.৮২** শতাংশ, প্যাডেল রিকশা-প্যাডেল ভ্যান-টমটম ও বাই-সাইকেল **৩.৬৫** শতাংশ এবং অন্যান্য **০.৮২** শতাংশ (সেনা বাহিনীর ট্রাক, র‍্যাবের জীপ, বিজিবি পিকআপ, পুলিশের পিকআপ, আনসারের জীপ ও পিকআপ, তেলবাহী ট্যাঙ্কার, দুধবাহী ট্যাঙ্কার, গ্যাসবাহী গাড়ি, বিদ্যুতের খুঁটিবাহী লরি, কন্টেইনার ট্রাক, ১৬ চাকার লং ভেহিক্যাল, কনস্ট্রাকশন মিকচার মেশিন গাড়ি, রোড রোলার, ভ্যাম্পার বাস, ড্রাম ট্রাক, হ্যান্ড ট্রাক্টর, হ্যান্ড ট্রলি, হ্যালোবাইক, লাটাহাম্বার, পাওয়ারটিলার, ধান মাড়াইয়ের মেশিন গাড়ি, ইট ভাঙ্গার গাড়ি ইত্যাদি)।

দুর্ঘটনায় আক্রান্ত যানবাহনের সংখ্যাঃ

দুর্ঘটনায় আক্রান্ত যানবাহনের সংখ্যা **৭১৬৮**টি। (বাস **৭১৩**, ট্রাক **৯৭১**, কাভার্ডভ্যান **১৬২**, পিকআপ **২৩৯**, লরি **৫৪**, ট্রলি **৮৭**, ট্রাক্টর **৯৫**, মাইক্রোবাস **১১২**, প্রাইভেটকার **১৩৫**, এ্যাম্বুলেন্স **১৮**, জীপ **৮**, মোটরসাইকেল **১৫১২**, বাই-সাইকেল **৬৩**, থ্রি-হুইলার-(ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-মিশুক-টেম্পু-লেগুনা) **১৪৬৩**, নসিমন-করিমন-ভটভটি-আলমসাধু-পাখিভ্যান-চান্দের গাড়ি-মাহিন্দ্র-বোরাক **১২৭৮**, টমটম, প্যাডেল রিকশা-প্যাডেল রিকশাভ্যান **১৮১**, সেনা বাহিনীর ট্রাক **২**, র‍্যাবের জীপ **১**, বিজিবি পিকআপ **১**, পুলিশের পিকআপ **১**, আনসারের জীপ ও পিকআপ **২**, তেলবাহী ট্যাঙ্কার **৪**, দুধবাহী ট্যাঙ্কার **১**, গ্যাসবাহী গাড়ি **২**, বিদ্যুতের খুঁটিবাহী লরি **১**, কন্টেইনার ট্রাক **১**, ষোল চাকার লং ভেহিক্যাল **১**, কনস্ট্রাকশন মিকচার মেশিন গাড়ি **১**, রোড রোলার **১**, ভ্যাম্পার বাস **৪**, ড্রাম ট্রাক **৭**, হ্যান্ড ট্রাক্টর **২**, হ্যান্ড ট্রলি **৩**, হ্যালোবাইক **১**, লাটাহাম্বা **৪**, পাওয়ারটিলার **১৩**, ধান মাড়াইয়ের মেশিন গাড়ি **৫**, ইট ভাঙ্গার গাড়ি **১**টি।

দুর্ঘটনার সময় বিশ্লেষণঃ

সময় বিশ্লেষণে দেখা যায়, দুর্ঘটনাসমূহ ঘটেছে ভোরে (২৪৮টি) **৫.২৩%**, সকালে (১৫৫৭টি) **৩২.৮৮%**, দুপুরে (৬৮০টি) **১৪.৩৬%**, বিকালে (৯৪৯টি) **২০.০৪%**, সন্ধ্যায় (৪৬২টি) **৯.৭৫%** এবং রাতে (৮৩৯টি) **১৭.৭১%**।

দুর্ঘটনার বিভাগ ও জেলাওয়ারী পরিসংখ্যানঃ

দুর্ঘটনার বিভাগওয়ারী পরিসংখ্যান বলছে, ঢাকা বিভাগে দুর্ঘটনা **২৫.৫২%**, প্রাণহানি **২৫.০৮%**, রাজশাহী বিভাগে দুর্ঘটনা **১৫.৫৭%**, প্রাণহানি **১৫.১৯%**, চট্টগ্রাম বিভাগে দুর্ঘটনা **১২.৮৬%**, প্রাণহানি **১৩.৬৪%**, খুলনা বিভাগে দুর্ঘটনা **১১.৭৮%**, প্রাণহানি **১১.৭৭%**, ময়মনসিংহ বিভাগে দুর্ঘটনা **১০.১৯%**, প্রাণহানি **১০.৭৬%**, বরিশাল বিভাগে দুর্ঘটনা **৯.১১%**, প্রাণহানি **৮.১১%**, রংপুর বিভাগে দুর্ঘটনা **৮.০৪%**, প্রাণহানি **৮.৪১%** এবং সিলেট বিভাগে দুর্ঘটনা **৬.৮৮%**, প্রাণহানি **৭%**। অর্থাৎ ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি ঘটেছে। সবচেয়ে কম সিলেট বিভাগে। একক জেলা হিসেবে ময়মনসিংহ জেলায় সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি ঘটেছে। সবচেয়ে কম মেহেরপুর জেলায়।

নিহতদের পেশাগত পরিচয়ঃ

গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, নিহতদের মধ্যে সরকারের যুগ্ম সচিব (পিআইবি'র পরিচালক) **১** জন, উপজেলা চেয়ারম্যান **১** জন, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান **১** জন, চিকিৎসক **৭** জন, শিক্ষক **৯১** জন, শিক্ষার্থী **৫১৭** জন, প্রকৌশলী **২** জন, সাংবাদিক **২২** জন, সেনা সদস্য **৭** জন (২জন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) র‍্যাব সদস্য **৬** জন, বিজিবি সদস্য **১** জন, পুলিশ সদস্য **৩০** জন, রেলওয়ে পুলিশ **১** জন, আনসার সদস্য **১** জন, গ্রাম পুলিশ **৪** জন, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা **১** জন, কৃষি কর্মকর্তা **১** জন, ভূমি কর্মকর্তা **১** জন, পল্লী চিকিৎসক **৪** জন, স্বাস্থ্যকর্মী **৬** জন, ব্যাংক কর্মকর্তা **২** জন, এনজিও কর্মকর্তা-কর্মচারী **৭৪** জন, স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ব্যবসায়ী **২৩৫** জন, ঔষধসহ বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী বিক্রয় প্রতিনিধি ৯৪ জন, মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন ৬ জন, জাতীয় পর্যায়ের সাবেক ক্রিকেটার **১**জন, জাতীয় দলের ফুটবলার **১** জন, চিত্রশিল্পী **২** জন, পরিবহন অঙ্কন শিল্পী **১** জন, পর্বতারোহী **১** জন, পলী বিদ্যুতের আঞ্চলিক পরিচালক **১** জন, বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মচারী **৬** জন, সওজের কর্মচারী **১** জন, বিমান বাহিনীর কর্মচারী **১** জন, ডাক পিওন **১** জন, কারারক্ষী **১** জন, বন প্রহরী **১** জন, স্কুলের দপ্তরী **১** জন এবং প্রহরী **১** জন, জেলা প্রশাসকের দেহরক্ষী **১** জন, আদালতের নৈশ প্রহরী **১** জন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তারক্ষী **১** জন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী **১** জন, পরিবহন শ্রমিক নেতা **১** জন, ইউপি মেম্বার **৩** জন, কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নেতা **১** জন, রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতা **৪৬** জন, প্রবাসী শ্রমিক **১১** জন, পোশাক শ্রমিক **৬৯** জন, ধানকাটা শ্রমিক **১৬** জন, ইটভাঙ্গা শ্রমিক **৭** জন, ট্যাঙ্ক লরি শ্রমিক **৩** জন, পাটকল শ্রমিক **৪** জন, চা শ্রমিক **১** জন, ঔষধ কারখানার শ্রমিক **১** জন, রাজমিস্ত্রী-কাঠমিস্ত্রী **২** জন, ইলেক্ট্রনিক ও মোটর মেকানিক **৬** জন, মাসসিক প্রতিবন্ধি **১৭** জন এবং **১** জন তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি নিহত হয়েছে। গণমাধ্যমের বরাতে মোট **১৩৩০** জনের পরিচয় জানা সম্ভব হয়েছে।

দুর্ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনাঃ

২০১৯ সালের তুলনায় ২০২০ সালে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়েছে ০.৮৯ শতাংশ, প্রাণহানি বেড়েছে ৪.২২ শতাংশ এবং আহতের মাত্রা বেড়েছে ৩.৮৮ শতাংশ। ২০২০ সালে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা বেড়েছে ১৫.৮৯ শতাংশ এবং প্রাণহানি বেড়েছে ৫৪.৮১ শতাংশ। পথচারী নিহতের হার কমেছে ২৫.৪০ শতাংশ।

গত বছর করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে ২ মাস দেশে গণপরিবহন বন্ধ ছিল, মানুষের চলাচল নিয়ন্ত্রিত ছিল- তার পরেও দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। গণপরিবহন বন্ধ না থাকলে দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির ব্যবধান আরও বেশি হতো বলে আমাদের ধারণা। মহাসড়কে দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি সবচেয়ে বেশি হয়েছে। দ্রুত গতির যানবাহনের সাথে ছোট ও স্বল্পগতির যানবাহনেরর সংঘর্ষের কারণে এসব দুর্ঘটনা ঘটেছে। চালকের বেপরোয়া গতি, অদক্ষতা ও শারীরিক অসুস্থতা এজন্য দায়ী। সড়কে চলার সময় মোবাইল ফোনে কথা বলা, গান শোনা, বেখেয়ালিভাবে যত্রতত্র রাস্তা পারাপার এবং যানবাহনের বেপরোয়া গতির কারণে ব্যাপক সংখ্যক পথচারী নিহত হয়েছে। পথচারীদের মধ্যে সচেতনতার ব্যাপক অভাব রয়েছে। বঙ্গবন্ধু সেতুর উভয় প্রান্ত দুর্ঘটনার হটস্পট হয়ে উঠেছে। দেশের রেলক্রসিংসমূহ এখন মরণফাঁদ। দেশব্যাপী **২৪৯৭**টি রেলক্রসিংয়ের মধ্যে **১০৮৫**টিই অবৈধ ও অরক্ষিত। **৮১** শতাংশ রেলক্রসিংয়ে গেইট কীপার নেই। গত বছর এসব অরক্ষিত রেল ক্রসিংয়ে ট্রেনের সংঙ্গে সড়ক পরিবহনের সংঘর্ষে অনেকগুলো ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে।

এককভাবে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা বেশি ঘটেছে। ট্রাফিক আইন না জানা ও না মানার প্রবনতা এবং সড়ক নিরাপত্তা আইনের প্রয়োগহীনতা এর প্রধান কারণ। দেশের দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতিতে মোটরসাইকেল সংস্কৃতি চালু হয়েছে। এসব মোটরসাইকেল চালক চরম বেপরোয়া। এরাই বেশি দুর্ঘটনাক্রান্ত হচ্ছে। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আক্রান্তদের **৬৮** শতাংশের বয়স **১৪** থেকে **৪০** বছরের মধ্যে। স্বল্প গতির থ্রি-হুইলার এবং স্থানীয়ভাবে তৈরি নসিমন, ভটভটি, মাহিন্দ্র ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণহীনভাবে সড়কে চলাচল করছে। প্রশিক্ষণহীন এসব যানবাহনের চালক নিজেরা দুর্ঘটনায় পতিত হচ্ছেন এবং অন্য যানবাহনকে দুর্ঘটনায় আক্রান্ত করছেন। গত বছর সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের **৭৭** শতাংশের বয়স **১৮** থেকে **৬৫** বছরের মধ্যে। দুর্ঘটনায় শ্রমজীবী, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তরা বেশি আক্রান্ত হচ্ছে। দুর্ঘটনায় বহু পরিবার পথে বসেছে, অনেকেই জীবনের মূল স্রোত থেকে বিলীন হয়ে গেছেন। অথচ নতুন সড়ক আইনে দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য যে ট্রস্ট ফান্ড গঠনের বিধান রাখা হয়েছে, সেই ফান্ড গঠনের কোনো তৎপরতা নেই। অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি ও দায়িত্বহীনতার কারণে, যার চড়া মূল্য দিচ্ছেন সাধারণ জনগণ জীবনের বিনিময়ে। এটি রাষ্ট্রীয় অনাচার।

সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণসমূহঃ

১. ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন; ২. বেপরোয়া গতি; ৩. চালকদের অদক্ষতা ও শারীরিক-মানসিক অসুস্থতা; ৪. বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট না থাকা; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন চলাচল; ৬. তরুণ-যুবদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানো; ৭. জনসাধারণের মধ্যে ট্রাফিক আইন না জানা ও না মানার প্রবণতা; ৮. দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা; ৯. বিআরটিএ'র সক্ষমতার ঘাটতি; ১০. গণপরিবহন খাতে চাঁদাবাজি।

সুপারিশসমূহঃ

১. দক্ষ চালক তৈরির উদ্যোগ বৃদ্ধি করতে হবে; ২. চালকদের বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট করতে হবে; ৩. বিআরটিএ'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে; ৪. পরিবহন মালিক-শ্রমিক, যাত্রী ও পথচারীদের প্রতি ট্রাফিক আইনের বাধাহীন প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন বন্ধ করে এগুলোর জন্য আলাদা রাস্তা তৈরি করতে হবে; ৬. পর্যায়ক্রমে সকল মহাসড়কে রোড ডিভাইডার নির্মাণ করতে হবে; ৭. গণপরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে; ৮. রেল ও নৌ-পথ সংস্কার করে সড়ক পথের উপর চাপ কমাতে হবে; ৯. টেকসই পরিবহন কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে; ১০. "সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮" বাধাহীনভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

মন্তব্যঃ সড়ক পরিবহন খাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি নেই। পরিবহন খাতের এই নৈরাজ্য ও অব্যবস্থাপনা দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ রাজনীতির ধারাবাহিক চর্চার কারণে গড়ে উঠেছে। এখানে অনেকগুলো কারণ জড়িয়ে পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়েছে। তবে প্রধান ও উৎস কারণ- দুর্নীতি এবং চাঁদাবাজির তথাকথিত রাজনীতি। তাই সমস্যাটির সমাধান করতে হলে সরকারকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। দেশের সুসম ও টেকসই

উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো সাশ্রয়ী ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা। সেজন্য জাতীয় স্বার্থেই সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সরকারের মনোযোগী হওয়া উচিত।

স্বাক্ষরিত

(সাইদুর রহমান)
নির্বাহী পরিচালক
রোড সেফটি ফাউন্ডেশন
প্রয়োজনে: **০১৭১২ ৬৯০ ৬১৬**